আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী

৫ ডিসেম্বর ২০০৬

প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবক যে প্রত্যয় ব্যক্ত করে তা হল দারিদ্র্য, ঘৃনা, বর্ণবাদ এবং কঠিন সব সমস্যা সত্ত্বেও মানুষ এ পৃথিবীকে আরো সুন্দর করতে পারে।

তাদের মুল্যবোধ স্বেচ্ছাসেবাকে বিশ্ব নাগরিকত্বের অন্যতম প্রধান দৃশ্যমান ও অভিনন্দনযোগ্য বৈশিষ্ট্যে পরিণত করেছে। ছোট-বড় প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের সম্প্রদায় ও আমাদের পৃথিবীকে বদলে দিচ্ছে। যখন এ যুগে এইচআইভি/এইডস থেকে শুরু করে মানব ও অবৈধ পণ্য পাচারের মত সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা দেশ-কালের সীমানা মানে না তখন তারা মানবজাতির সবচেয়ে প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলোর তৃণমুল পর্যায়ে পুরণের চেষ্টা করছে।

আজ সঠিক সময়ে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো অর্জনের মত জরুরি প্রয়োজন আর কিছুই থাকতে পারে না। দারিদ্র্যকে ইতিহাসে পরিণত করার, ক্ষুধা অবসানের ও সকলের জন্য উন্নয়ন নিশ্চিত করার মত সম্পদ ও দুরদৃষ্টি আমাদের পৃথিবীর রয়েছে। তারপরও আমরা দেখি দেশের ভেতরে ও বিভিন্ন দেশের মধ্যে অসম উন্নয়ন। স্বেচ্ছাসেবকদের প্রচেষ্টা কথা ও কাজের মধ্যকার ফারাক ঘোচাতে এবং উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো অর্জনে বৃহত্তর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার সম্পুরক হিসেবে কাজ করে।

স্বেচ্ছাসেবা নিজেই এক পুরষ্কার। যারা নিঃস্বার্থভাবে এ পৃথিবীর উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করছে তাদের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক দিবস আমাদের সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মহাসচিব হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক দিবসে আমার সর্বশেষ বাণীতে যেসব নারী-পুরুষ তাদের দক্ষতা ও মেধাকে বিশ্ববাসীর সাথে শেয়ার করছে এবং প্রত্যাশা করছে আরও অনেকেই তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে তাদের সবার প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

** ** **